মতামত

পৃথক চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টির প্রস্তাবনা

ডা. এস কে আলম

বর্তমান সরকার দেশের সব সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। চিকিৎসকদের প্রত্যাশিত এ যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই। দেশের বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার নাজুক অবস্থার জন্য বিভিন্ন মহল চিকিৎসকদেরই বহুলাংশে দায়ী করে থাকেন। কিন্তু শুধু চিকিৎসকদের দায়ী করা উচিত কি? এ দুরবস্থার জন্য চিকিৎসক বিদ্বেষী কিছু আমলা কি কোন অংশে কম দায়ী? স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধু সরকার মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে দেশে নন কমিটেড সামরিক-বেসামরিক আমলানির্ভর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব সরকারের অবহেলা, অদক্ষতা আর অদূরদর্শিতার জন্য আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বর্তমান দুরবস্থায় উপনীত হয়েছি। বর্তমান সরকার চিকিৎসা ব্যবস্থায় সংস্কার করবেন এ প্রত্যাশা ছিল সবার। কিন্তু আগের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ভেতরে ভেতরে বিগত জোট সরকারের স্বার্থ রক্ষা করেছেন বেশি। কারণ তিনি জোট সরকারের ড্যাব নেতার কাছে সুবিধা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছিলেন। চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং সারা দেশের চিকিৎসা শিক্ষার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্য নিয়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আওয়ামী লীগ সরকার। মেডিকেল শিক্ষায় যুগান্তকারী এ পদক্ষেপকে চিকিৎসক সমাজ অভিনন্দন জানালেও বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের প্রতিহিংসার কারণে তা থমকে যায়। হাওয়া ভবন সিন্ডিকেটের দেশকে খুবলে খাওয়ার মতো ড্যাব নেতা এবং তাদের ক্যাডাররা মেডিকেল শিক্ষা এবং সেবা ব্যবস্থাকে হরিলুটের স্বর্গরাজ্য বানায়। তারা মেডিকেল কলেজগুলোকে দলীয় ক্যাডারদের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করে। আওয়ামী লীগ আমলে মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস না হলেও জোট আমলে কয়েকবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। মেডিকেল উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তো ভর্তি পরীক্ষা না দিয়েও ভর্তির নজির সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ক্যাডার পরিচয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল এবং পরবর্তী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে নিয়মিত পাস এটা অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ড্যাব নেতা ডা. জাহিদ (বর্তমানে দুর্নীতির অভিযোগে পলাতক আসামি) সমালোচনার জবাবে দম্ভ করে বলেছিলেন, মেডিকেল উচ্চ শিক্ষায় আগে আমাদের ছেলেরা সুযোগ পেলেও এখন তো অন্যরা পাচ্ছেন। এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি তার ন্যক্কারজনক দুর্নীতি আর দলীয়করণকে স্বীকার করেছিলেন। এমন কি তিনি নিজেও ৫ বছরে ৩টি প্রমোশন নিয়ে মেডিকেল অফিসার থেকে অধ্যাপক হয়ে নজির সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়াও বিসিপিএস ও বিএমএ-এর মহাসচিব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টির ডিন হয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, দলীয়করণ কাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি? ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম ব্যতীত কোন মেডিকেল কলেজে Research Methodology এর ভাল শিক্ষক এবং Research Guide ভাল আছেন কি না আমার সন্দেহ। অথচ নিজস্ব ক্যাডারদের ডিগ্রি দেয়া বা একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী সৃষ্টির জন্যই পুরনো ৮টি মেডিকেল কলেজে উচ্চ শিক্ষায় কোর্স চালু করা হয়েছিল। এমনও নজির আছে একজন ক্যাডার চিকিৎসক একজন সহকারী অধ্যাপককে সহযোগী অধ্যাপক করার শর্তে তার বিভাগে ভর্তির সুযোগ পান এবং পরে তাকে অধ্যাপক করার শর্তে নিজে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন পরীক্ষায় পাস করেন। তাদের অপকর্মে অনেক বিবেকবান শিক্ষকও বদলি আর অপমানের ভয়ে তাদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। এমনি বিশৃঙ্খল চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য সরকারের বর্তমান পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু এ পদক্ষেপকে সত্যিকারভাবে সফল করতে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই পৃথক অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালনা করা উচিত। কারণ বাংলাদেশে শিক্ষা আর সেবা একীভূত অবস্থায় অন্য কোন মন্ত্রণালয়ে না থাকলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মেডিকেল শিক্ষা, হাসপাতাল সেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা একীভূত অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে। সে কারণে কোনটিরও মানের উন্নতি হয়নি বরং সঠিক পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার অভাবে দিন দিন শিক্ষা ও সেবা উভয়ের মান নিম্নগামী।

সাধারণ কারিগরি ও কৃষি শিক্ষার মতো মেডিকেল শিক্ষাকে পৃথক অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালনা করা আজ সময়ের দাবি। পৃথক অধিদপ্তর করলে কোন একাডেমিক অধ্যাপক গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অধিকর্তা হয়ে অনভিজ্ঞতার জন্য পদে পদে হোঁচট খাবেন না। যোগ্যতা, দক্ষতা আর অভিজ্ঞতার নিরীখে তিনি মেডিকেল এডুকেশন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা আরও বড় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (মন্ত্রণালয়ের সচিব) হতে পারবেন। মেডিকেল এডুকেশন অধিদপ্তরের অধীনে সকল সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, পোস্ট গ্রাজুয়েট ও আন্ডার গ্রাজুয়েট (NTC, MATS, MTI etc) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট টিচিং হাসপাতাল (সকল মেডিকেল কলেজ ও পোস্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতাল) নিয়ন্ত্রিত হবে। অন্যান্য শিক্ষা ক্যাডারের মতো একটি স্বতন্ত্র ক্যাডার এবং বিষয়ভিত্তিক সাব ক্যাডার থাকবে। যেখানে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, পরিকল্পনা, গবেষণা, ক্রয় সরবরাহসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ অত্র অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। মেডিকেল এডুকেশন অধিদপ্তরের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে জনগণের চাহিদা মোতাবেক দক্ষ, প্রতিশ্রুতিশীল ও কার্যক্ষম মেডিকেল জনবল তৈরি করা। মেডিকেল শিক্ষার মান বাড়াতে ক্যাডার সার্ভিসের পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও চালু করা যেতে পারে। মেডিকেল এডুকেশন অধিদপ্তরের প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মতো নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। নিয়োগকৃত প্রভাষকগণ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনে অগ্রাধিকার পাবেন।

তাতে সরকারি অর্থ ব্যয়ে বর্তমানের মতো একই ব্যক্তির এক বা একাধিক বিষয়ে বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জনের অসুস্থ প্রবণতা কমে যাবে। মেডিকেল এডুকেশন অধিদপ্তর সৃষ্টি করলে বর্তমানের স্থবির চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্যারিয়ার প্লানিং তৈরি হবে। তা হলে চাকরিতে বাড়বে সন্তোষ্টি, দূর হবে হতাশা, কমবে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। তখনই কেবল জনগণের কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভব হতে পারে। নচেৎ বর্তমান অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। সুতরাং এ প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে বিবেচনা করবেন এটাই সবার প্রত্যাশা।

সমকাল
22 MAY 2008